কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের জামিন

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির মামলায় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামকে ৮ সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ রবিবার এ আদেশ দেন। জামিন আবেদনকারীপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান।

জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির অভিযোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করা হয়। এ মামলার আসামি মহিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের পর তিনি আদালতে স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

তার দেওয়া জবানবন্দীতে হাজী রবিউল ইসলামের নাম উঠে আসে। যে জমি কেনাবেঁচায় জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে সেই জমি বিক্রির পর হাজী রবিউল ইসলামকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল বলে জবানবন্দীতে জানান মহিবুল ইসলাম।

তবে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা সেবিষয়ে কোনো কথা বলেননি মহিবুল ইসলাম। তারপরও পুলিশী হয়রানি বা গ্রেপ্তার এড়াতে হাইকোর্টে হাজির হয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান।

সংসারের খরচ জোগাতে ইব্রাহিমের হরেকরকম ফুলের চা

ভাগ্যবদলের আশায় এসএসসি পরীক্ষার পর চাকরির সন্ধানে ঢাকা চলে যান ইব্রাহিম নদী (২১)। তখন গার্মন্টসে একটা চাকরিও জুটিয়ে ছিলেন। কিন্তু মহামারী করোনা শেষ করে দিয়েছে কৃষক পরিবারের সন্তান ইব্রাহিমের সেই স্বপ্ন। এখন তিনি কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের পাশে

একটি দোকানে হরেকরকম ফুল দিয়ে চা তৈরি করেন। চা বিক্রির এই আয় দিয়েই চলছে তার সংসার।

কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কৃষক আমিরুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম নদী। তিন ভাইবোনের মধ্যে ইব্রাহিম সবার বড়। ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর সংসারের সচ্ছলতার জন্য চলে যান ঢাকায়।

এরপর নারায়ণগঞ্জে এসোটেক্স নিট গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠানে হেলপার হিসেবে কর্ম শুরু করেন। সবশেষ সেখানে তিনি ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতেন। বেতন যা পেতেন তা দিয়ে ভালোই চলছিল ইব্রাহিমের সংসার। কিন্তু করোনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় তার গার্মেন্টস। স্বপ্নে ভাটা পড়ে ইব্রাহিমের।

ইব্রাহিম নদী বলেন, এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর আর্থিক দুরবস্থার কারণে জীবিকার সন্ধানে ঢাকায় চলে যাই। দীর্ঘ তিন বছর নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতাম। কিন্তু মহামারী করোনার কারণে গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হই। এরপর প্রায় দুই মাস বেকার বসেছিলাম। এ সময় কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাইনি।

তিনি আরও বলেন, কিছু না পেয়ে পরে স্বল্পপুঁজিতে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেই। তেমন সামর্থ্য না থাকায় স্থানীয় মিরপুর জিয়াসড়কের পাশে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে সেখানে চায়ের দোকান দিয়েছি। এখানে সারাদিন চা বিক্রি করে তিন থেকে চারশ’ টাকা আয় হয়। এ দিয়ে কোনোমতে সংসার চলছে।

ইব্রাহিম জানান, আমার দোকানে বিভিন্ন ফুল দিয়ে চা তৈরি করা হয়। এসব ফুলের মধ্য রয়েছে অপরাজিতা, জবা প্রভৃতি। এছাড়াও মরিচ ও তেঁতুল দিয়ে তৈরি চায়েরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

তিনি আরও জানান, আমার বাবা একজন কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে টুকটাক চাষাবাদ করেন। এ দিয়ে কোনো মতে সংসার খরচ চললেও ছোট ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচ চলে না। তাই সংসাদের খরচ জোগাতে অবশেষে চা বিক্রি শুরু করেছি।

মিল মালিকদের সাথে জরুরি বৈঠক কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের

দফায় দফায় চালের দাম বাড়ার যৌক্তিক কারণ খুঁজতে মিল মালিকদের ডেকে জরুরি বৈঠক করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। তবে চালের দাম বাড়ার বিষয়ে মিল মালিকরা দায় চাপালেন উত্তরবঙ্গের ধান ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের ওপর। মিল মালিকদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে ধান কিনে এনে কুষ্টিয়ার মোকামে চাল উৎপাদন করা হয়। উত্তরবঙ্গে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় চালের দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলা বৈঠকে বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদসহ জেলা চালকল মালিক সমিতির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে চালের দাম নির্ধারণে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) সিরাজুল ইসলামকে প্রধান করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তানিমুল সিরাম, বাজার মনিটরিং কর্মকর্তা রবিউল ইসলামসহ চারজন মিল মালিককে সদস্য করা হয়। চারজন মিল মালিক হলেন জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, মিল মালিক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আবদুল খালেক ও ওমর ফারুক।

বৈঠকে জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুস সামাদ বলেন, চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তারা চালের দাম বাড়িয়েছেন। তার দাবি, ঢাকা থেকে ব্যাপকভাবে চালের ফরমায়েশ আসছে। গতকাল মোকামে কেজিপ্রতি মিনিকেট চাল বিক্রি হয়েছে ৫২ টাকা দরে।

চালকল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, উত্তরবঙ্গের ধানের ওপর আমাদের (কুষ্টিয়া মোকাম) চাল উৎপাদন নির্ভর করে। সেখানে ধান ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে প্রচুর ধান মজুদ আছে। তারপরও তারা প্রতিদিন ধানের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আজ (গতকাল) এক হাজার ৩০০ টাকা মণ দরে ধান কেনা হয়েছে। এই দামে ধান কিনে চাল উৎপাদন করলে কেজিপ্রতি চালের দাম মোকামে পড়ে ৫৮ টাকা। এরপরও মিল

মালিকরা ৫২ টাকা কেজি দরে লোকসানে চাল বিক্রি করছেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে বলেন, আবদুর রশিদ যে দামে চাল বিক্রি করে, তার পেছন পেছন অন্যরাও ছোটেন। তিনি ঠিক থাকলে চালের দামও ঠিক থাকে। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড নিয়মিত নজরে রাখা হচ্ছে। অযৌক্তিকভাবে চালের দাম বাড়ানো হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনকে না জানিয়ে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার থেকে কোনোভাবেই চালের দাম বাড়ানো যাবে না। বাড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

কুমারখালীতে শিশু বলাৎকারের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৫ বছরের শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে নায়েব আলী (৪৮) নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার তাকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

নায়েব আলী কুমারখালী উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর স্কুল পাড়ার উকিল শেখের ছেলে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মজিবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার সকালে শিশুটি তাদের বাড়ির আঙিনায় ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করার সময় লম্পট নায়েব তাকে ফুসলিয়ে পার্শ্ববর্তী



শফিকের নির্জন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁচা পায়খানার পূর্বপাশে বলাৎকার করার সময়ে শিশুটির চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে আসলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পরে শিশুটির মা থানায় অভিযোগ দিলে নায়েব আলীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে মামলা নং ২১ ।

ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

তিনি জানান, বাল্যবিবাহ হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ভেড়ামারা থানা পুলিশকে সাথে নিয়ে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় কণের আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়ায় বাল্য বিবাহের আয়োজন করার দায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ মোতাবেক কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং কনেকে বাড়িতে রাখা ও বিয়েতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার দায়ে একই আইনে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে একই ধারা মোতাবেক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভালো নেই কুষ্টিয়ার অধিকাংশ

শিল্পীরা

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করা জেলার নাম কুষ্টিয়া।

এ জেলায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর তীর্থভূমি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এই কুষ্টিয়া, বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, এ উপমহাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিণাথ, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা বাঘা যতিন, নীলকর আন্দোলনের পথিকৃৎ জমিদার প্যারী সুন্দরী, অবিভক্ত ভারতের প্রধান বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রাধা বিনোদ পালসহ অসংখ্য গুণীজনের পীঠস্থান হিসেবে কুষ্টিয়াকে করেছে বিখ্যাত ও আকর্ষণীয়। পর্যটকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান এ জেলায় পর্যটকদের আগমন লেগেই থাকেই।

প্রাচীন ঐতিহ্য পদ্মা গড়াই বিধৌত কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ণ জনপদজুড়ে এখন বাউলের একতারার সুর মূর্ছনার পরিবর্তে করোনার হানায় হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। করোনা যেন বদলে দিয়েছে লালনের শহরের আসল রূপ মাধুর্য।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কুষ্টিয়ায় লালন, বাউল, পদ্মাপুরান, নসিমন, ভাসান গানের শিল্পীর সংখ্যা ২ হাজারেরও অধিক। যাদের অধিকাংশেরই আয়ের উৎস সংস্কৃতি। কিন্তু করোনার কারণে সেই পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অধিকাংশ শিল্পীই মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ বিপর্যয় ভয়াবহ। অনেকে পেশা পরিবর্তন করে রিকশা, অটো এবং ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিল্পীদের এ পেশায় আর ধরে রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দিয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে করোনাকালীন প্রণোদনার জন্য ১ হাজার শিল্পীর তালিকা পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭৬ জন একেবারেই হতদরিদ্র। কিন্তু প্রণোদনার প্যাকেট মাত্র ১০০ জনের হাতে গেছে।

জানতে চাইলে কুষ্টিয়ার লালন একাডেমির এডহক কমিটির পরিচালক সেলিম হক বলেন, বাউলরা একমাত্র সংগীতের ওপরই নির্ভরশীল। তাদের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই পথে বসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রণোদনা পেলেও অধিকাংশই পায়নি। ফলে নিরুপায় হয়ে পেশা বদল করছে

কেউ কেউ। কিন্তু অনেকের পুঁজি নেই বলে কোনো কাজও করতে পারছে না। এমনও অনেক শিল্পী আছে যারা এক বেলা খেতে পেলেও অন্য বেলায় উপোস করেই কাটাচ্ছে। এদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখার দাবি জানাচ্ছি।

বিশিষ্ট বাউল শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া বলেন, এখনো আমি গান গেয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা দিচ্ছেন। আর আমার ওষুধ কিনতেই লাগে ১৫ হাজার টাকা। ওষুধ কিনব নাকি খাব? এখন খুব কষ্টে দিন কাটছে। আমি শিল্পী, গান ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আমি গান গেয়ে বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে দিন।

কুষ্টিয়া সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শাহিন সরকার বলেন, কুষ্টিয়ায় সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড ৭ মাস ধরে পুরোপুরিই বন্ধ থাকার ফলে যারা নাটক, নৃত্য, সংগীতের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ সরকারি প্রণোদনা পেয়েছে। কিন্তু ৫ হাজার টাকায় ৭ মাসের বোঝা টানা মুশকিল। অনন্যোপায় হয়ে কেউ কেউ পেশাও বদলে ফেলছে। যারা সংগীত পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা কি এ পেশায় আর ফিরবে? বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার।

কুষ্টিয়া নৃত্য রং একাডেমির পরিচালক মাহাবুব শাহরিয়া বাদল বলেন, কুষ্টিয়ার স্থবির সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এর শিল্পীদের অবস্থাও স্থবির এবং করুণ। অনেকে আছে পেশা বদল করছে, আবার অনেকে অন্য পেশায় যেতেও পারছে না। কারণ দীর্ঘদিনের এ পেশা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো অপশনও নেই। ফলে তারা যে মানবেতর জীবনযাপন করছে তা এক কথায় অবর্ণনীয়। এর থেকে তাদের উদ্ধার করা জরুরি। নইলে কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়বে।

পদ্মাপুরান গানের শিল্পী মিরাজুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন এলাকায় মনবাসনা পুরণ কিংবা সর্পদংশন থেকে মুক্তি পেতে এই পদ্মাপুরান গারেনর আসর বসানো হয়ে থাকে। কিন্তু করোনাকালীন কোন গানের আয়োজন না থাকায় আমরা বিপদে পড়েছি। অন্য কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছি। বেশ কিছু দায়িক দেনায় রয়েছি বলেও জানান তিনি। তবে শিল্পী সমাজের মাঝে সরকারি প্রণোদনা ভাতা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা কোন এই পদ্মাপুরান এর সাথে সংশ্লিষ্টরা কোন ভাতা কিংবা সহযোগীতা পায়নি।

কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার মো. সুজন রহমান বলেন, কুষ্টিয়ায় শিল্পীদের বিপর্যয় খুব ভয়াবহ। অনেকে পেশা হারিয়ে পথে বসেছেন। আমরা ঢাকায় ১ হাজার শিল্পীর তালিকা পাঠিয়েছিলাম। এদের মধ্যে হতদরিদ্র ২৭৬ জন। যাদের সহযোগিতা না হলেই নয়। অথচ মন্ত্রণালয় থেকে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে মাত্র ১০০ জনকে।

শিল্পীদের আত্মসম্মানবোধটা এতই বেশি যে লজ্জায় সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাততে পারেন না। তারা কাজ করেই টাকা নিতে চায়। অনেকে ঋণ সহায়তা পেলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারত।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্যবাহী পালা, নসিমন, গাজীর গান শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ধরে রেখেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের কোনোভাবেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনেকে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখনই এসব শিল্পীদের আর্থিক সহযোগিতা না দিলে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

ধানের দাম বেশি তাই বাড়ছে চালের দাম

ধানের দাম বাড়ার ফলে চালের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের ব্যবসায়ীরা।

এর আগে গত সপ্তাহে সব ধরনের চালের দাম মানভেদে কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়ে যায়। ধানের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কথা বলে চালের দাম বাড়িয়ে দেন মিল মালিকরা। তবে মিল মালিকরা বলছেন, ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ছে চালের দাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পৌর বাজার ঘুরে দেখা

গেছে, মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ দশ দিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

মান্নান স্টোরের মালিক আব্দুল মান্নান জানান,কয়েকদিন হলো মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং
মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন ধরনের চাল কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা কম ছিলো। তবে কেন দাম বেড়েছে এর কোন কারন তিনি জানাতে পারেনি।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাপলা ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে যে চাল বিক্রি করেছি ৪৮ টাকা কেজি। সেই চাল এখন বিক্রি করছি ৫১ টাকা কেজি।

মোটা চাল বিক্রি হতো ৩৮-৪০ টাকায়। সেটি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪২-৪৩ টাকা কেজি হিসেবে। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ধানের দাম বেড়েছে দোহায় দিয়ে সুযোগসন্ধানী অটো মিল মালিকরা চালের দাম বাড়িয়েছে।

হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাশেদ ইসলাম বলেন, ‘আমার পরিবারে সপ্তাহে ১৫ কেজি চাল লাগে। চালের মূল্য বাড়ায় সপ্তাহে বাড়তি টাকাও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু আয় না বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

শুধু রাশেদই নয় অনেকেই জানান, চালের বাড়তি দামের কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে। চালের দাম না বাড়নোর আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন বলেন, বর্তমানে কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের চালের চাহিদা বেশি থাকায় ধানের বাজারও বেশি হয়। যার কারনে হিসাব মেলাতে গিয়ে বেশি দামে এ ধান কেনার ফলে চালের দামও একটু বেড়ে যায়।

নতুন ধান উঠলে আবার ধানের বাজার কমে যাবে। তখন অটোমেটিকভাবে চালের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মিলাররা কোন ঘোষণা ছাড়াই চালের দাম বাড়িয়েছে। তবে কেন বাড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা একটি টিম খাজানগর রাইচ মিল এলাকায় মিলারদের অবস্থা কি তা জানতে অভিযানে নামবো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এ,কে,এম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজারে ধানের আমদানী কম থাকায় বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যার ফলশ্রুতিতে চালের দামও বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আবার নতুন ধান উঠলে চালের দাম কমে যাবে।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের আয়োজনে বুধবার (২৩শে সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়াসড়ক সার্কেলেন এক অনুষ্ঠানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদ করিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সড়ক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পিয়াস কুমার সেন ও কুষ্টিয়া সওজ প্রথম সারি কারখানা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস।

এ সময়ে ৬টি ক্যাটাগরিতে ছয়জনকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

শ্রেষ্ঠ ঠিকাদার হিসেবে মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন, শ্রেষ্ঠ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জহিরুল লিমিটেড, শ্রেষ্ঠ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মহাসড়ক) মনিরুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিভাগীয়) হাবিবুর রহমান, শ্রেষ্ঠ কার্য সহকারী আজগর আলী, শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে মোস্তফাকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হক প্রধান অতিথি সড়ক ও জনপথ বিভাগের কুষ্টিয়া সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদ করিমকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক ইশারা ভাষা দিবস ও বধির সপ্তাহ পালন

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ইশারা ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক বধির সপ্তাহ উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা, র্যালী ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা মূক ও বধির সংস্থার কার্যালয়ে দিবসটি সফল করতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক রোকসানা পারভীন।

তিনি বলেন, সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় শ্রবণ-বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে না পারলে তাদের উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় দেশের সার্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ও

কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এতে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা মূক ও বধির সংস্থার সভাপতি মোঃ সাইফ-উল হক মুরাদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান সুমন, সহসভাপতি জামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফয়সাল সহ অন্যরা।